যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার ও গণতন্ত্রকে সমর্থন করে

ওয়াশিংটন, ৬ই এপ্রিল -- যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর গতকাল (বুধবার) বিশ্বব্যাপী মানবাধিকারকে এগিয়ে নিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রচেষ্টার রূপরেখা - মানবাধিকার ও গণতন্ত্র জোরদার: ইউএস রেকর্ড ২০০৫-২০০৬ প্রকাশ করেছে।

কংগ্রেস কর্তৃক অনুমোদিত মানবাধিকার অনুশীলনের উপর পররাষ্ট্র দপ্তরের কান্ট্রি প্রতিবেদনের সারগ্রন্থ এই বার্ষিক প্রতিবেদন হচ্ছে কান্ট্রি প্রতিবেদনে উল্লেখিত মানবাধিকারের লঙ্ঘনের সমাপ্তি টানতে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত কর্মকান্ড ও কর্মসূচির সারসংক্ষেপ।

যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও শ্রম বিষয়ক সহকারি সচিব ব্যারি এফ. লোয়েংক্রন গত ৩রা এপ্রিল ওয়াশিংটন ফাইলকে বলেন, বিশ্বব্যাপী স্বাধীনতাকে এগিয়ে নিতে যুক্তরাষ্ট্র গৃহিত কৌশলসমুহ সংক্ষিপ্ত আকারে এই প্রতিবেদনে স্থান পেয়েছে যাতে করে জনগণ গণতন্ত্র ও মানবাধিকারকে জোরদার করতে যুক্তরাষ্ট্রের কার্যাবলী একটি মাত্র দলিল পড়েই বুঝতে পারে।

এই প্রতিবেদনে ৯৫টি দেশে মানবাধিকার এবং গণতন্ত্র জোরদারের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রচেষ্টা নিয়ে আলোচনা এবং বার্ষিক কান্ট্রি প্রতিবেদনে প্রাপ্ত বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার পরিস্থিতির উপর সঠিক হিসাব সমন্বিত তথ্য এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি প্রতিকারে সহায়তা করতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রচেষ্টার সম্পর্ক সনাক্ত করা হয়েছে।

লোয়েংক্রন এর মতে, প্রতিবেদনে অনুশীলনের উপর জোর দেয়া হয়েছে যা আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশ নীতির এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্টে পরিণত হয়েছে। প্রতিবেদনে যুক্তরাষ্ট্র কেবল মাত্র অতীত কর্মকান্ডের রেকর্ড সম্পর্কিত মানবাধিকারের প্রতিবেদনের দিকেই নজর দেয় না; সেইসাথে ভবিষ্যৎ উন্নয়নের প্রতিও নজর দিয়ে থাকে।

পররাষ্ট্র দপ্তরের আঞ্চলিক দপ্তর ও অন্যান্য ব্যুরোগুলো এবং বিদেশে যুক্তরাষ্ট্রের মিশনসমুহ, বিচার, বাণিজ্য, অর্থ ও শ্রম দপ্তর এবং যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার মধ্যে সহযোগিতার ফসলই হচ্ছে এই প্রতিবেদন।

বিভিন্ন দেশে মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে উৎসাহিত করতে যুক্তরাষ্ট্র সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদির উপর দাপ্তরিক প্রতিবেদন কংগ্রেস আইনগতভাবেই অনুমোদন দিয়েছে যাতে বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড, নির্যাতন অথবা মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ থাকবে। এই প্রকাশনা গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের লক্ষ্যসমুহ জোরদার করে এমন প্রতিশ্রুতিপূর্ণ কর্মসূচী সনাক্ত করতে ওয়াশিংটন ও বিদেশে যুক্তরাষ্ট্রের মিশনসমূহের মধ্যে একটি চলমান সংলাপ।

গত ২০০৫ অর্থ বছরে যুক্তরাষ্ট্র মানবাধিকার ও গণতন্ত্র বিষয়ক কর্মসূচীর জন্য ১৪০ কোটি ডলার বরাদ্দ দেয়। মিলেনিয়াম চ্যালেঞ্জ একাউন্ট লক্ষমাত্রার উন্নয়ন সহায়তার মাধ্যমে সুশাসন, গণতান্ত্রিক সংস্কার প্রচেষ্টা জোরদার করার লক্ষ্যে দারিদ্র দুরীকরণে অর্থায়নের জন্য বিভিন্ন দেশের সামর্থের সাথে সম্পর্কিত। এ সম্পর্কিত তথ্য ঁংরহভড়.ংঃধঃব.মড়া/বর/বপড়হড়সরপথরংঁবং/সপধ.যঃসষ এ পাওয়া যাবে।

লোয়েংক্রন বলেন, প্রতিবেদনে এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, বিভিন্ন দেশে মানবাধিকারের দেশভিত্তিক প্রতিবেদন তৈরী করতে মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা শুধুমাত্র এক বছরের কাজ নয়; বরং শক্তিশালী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিনির্মাণ ও মানবাধিকারের প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধা দেখাতে দেশসমুহকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের নিয়মিত প্রচেষ্টা।

তিনি বলেন, "এই প্রতিবেদনে ৯৫টি দেশে একক কণ্ঠস্বর উঠে এসেছে। কিছু কণ্ঠস্বর দুর্বল আবার কিছু শক্তিশালী। কিছু কিছু কণ্ঠস্বর খুবই শক্তিশালী। যুক্তরাষ্ট্র 'গণতন্ত্র চাপিয়ে' দেয় না। আমরা এসব কণ্ঠস্বর শুনি এবং তাতে সাড়া দিতে চেষ্টা করি।"

এ সংক্রান্ত রচনা– usinfo.state.gov/dhr/Archive/2006/Mar/08-930887.html এ পাওয়া যাবে।

এ সম্পর্কিত পুর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন পররাষ্ট্র দপ্তরের ওয়েব সাইট www.state.gov/g/drl/rls/shrd/2005 এ পাওয়া যাবে।

==========

*(*ওয়াশিংটন ফাইল যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের অফিস অব ইন্টারন্যাশনাল ইনফরমেশন প্রোগ্রাম্স–এর একটি প্রকাশনা।*)

জিআর/ ২০০৬

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'–এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার' প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮১৩৪৪০–৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই–মেইল:* DhakaPA@state.gov এবং *Website:* dhaka.usembassy.gov *এ যোগাযোগ করুন।*